ভূতপূর্ণিমায় [ছোটগল্প]

মহানিশা নিশা হয়ে বারটা বাজার সাথে সাথে দাদাজির ঘড়ি এবং মোবাইল এক সাথে ভেজে উঠল। ক্রিং ক্রিং, ডিং ঢং। মুনীর বসা ছিল। লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে মোবাইল বার করে, ভীতুদৃষ্টিতে চারিপাশে তাকিয়ে কম্পিতগলায় জবাব দিল, ‘হেলো।’

‘মুনীর তুই কোথা! আমাকে বাঁচা। ভয়ে আমি মরে যাব। অত ভয়ত্রস্ত হয়েছি যে আমার কলিজা শোকাতে শুরু করেছে। হাত পা কাঁপছে। আল্লার দোহাই দিচ্ছি জলদি আয়।’ বন্ধু কাকুতি মিনতি করে বলল।

‘রাহাত তুই কোথায়!’

‘On A116.’

‘Aldersbook Road.’

‘Nah I’m on Rabbits Road.’

‘সেরেছে, ওখানে কি করছিস!’

ভূতপূর্ণিমায় [ছোটগল্প]

‘I took the shortcut, but now I’m stuck. I can see the graveyard clearly. Please hurry up, its midnight.’

‘I know I know. I’m worried about it.’

‘বন্ধুরে ইংরেজি ভুলে আমার জান বাঁচা। জগতের বার যতসব ইচ্ছিবিচ্ছিরি শ্রীভ্রষ্ট আছে সবগুলো আমার নজরগোচর হচ্ছেরে। বন্ধু আমাকে দেখতে হলে পবনবেগে আয়।’

‘জানি তোর মড়া চোখের পানে তাকালে আমার আত্মা আড়ষ্ট হবে। তবুও তোর আত্মাহীন দেহকে দেখার জন্য অভয়ের কাছে প্রাণকে বন্ধক দিয়ে আসছি। খবরদার আমি আসার আগে জগতের মায়া ত্যাগ করিসনা। আমি আসছি।’ ব্যস্তসুরে বলে মুনীর প্রায় দৌড়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে খুব দ্রুত চালাচ্ছে আর ভাবছে, ‘আমাকে দেখার জন্য আসতে হলে A116 দিয়ে যে আসতে হয় এ কোনাকোনি পথ কে তাকে দেখিয়ে দিল? নিশ্চয়ই আলেয়ার আলো দেখে চোখে ধান্দা লেগে A116 কে A11 মনে করে পথহারা হয়েছে। দূর ছাই কি বকছি !পথ হারিয়ে A116 গেলে কেমন করে? সেত M 4 দিয়ে আসার কথা। A11 এ গেল কেমন করে? নিশ্চয়ই M 25 উপর দিয়ে চালাচ্ছিল।’ চিন্তিত হয়ে এসব চিন্তা করে Aldersbook Road এসে গাড়ি থামিয়ে বুক ভরে কয়েকটা শ্বাস টেনে হাঁফ ছেড়ে দ্রুত চালিয়ে Rabbits Road এ প্রবেশ করল। সামনে গাড়ি দেখে পাশে এসে মাথা বাড়িয়ে ভিতরে কাউকে না দেখে কাঁধ ঝুলিয়ে, ‘এখন কি করবো? গাড়ির ভিতরে কাউকে দেখা যাচ্ছেনাত।’ বলে হ্রণ বাজাল তবুও কেউ মুখ না দেখালে চারি পাশে তাকিয়ে কলিজায় হাত বুলিয়ে পলকে বেরিয়ে দৌড়ে গাড়ির পাশে এসে ভালো করে তাকিয়ে দরজা বন্ধ এবং ভিতরে চাবি ঝুলতে দেখে প্রায় চিঁক দিয়ে, ‘ওরে বাসরে মড়ারা এসে ওরে ধরে নিয়ে গিয়েছেরে!’ বলে দৌড়ে তার গাড়িতে ওঠে পবন বেগে চালিয়ে মেউন রউডে এসে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে গ্যাসে ছাপ দেবে, এমন সময় একজন লোক তার পানে দৌড়ে আসতে দেখে চালাতে চেয়ে থেমে উণ্ড খুলে হাঁক দিয়ে বলল, ‘এখানে কি করছিস?’

রাহাত এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ‘জবর ভয় হচ্ছিল, অত সময় লাগালি কেন?’

‘ওঠ, পরে বলছি।’

রাহাত দৌড়ে ঘুরে এসে গাড়িতে ওঠে শিউরে বলল, ‘গাড়ির কথা ভুলে বিদ্যুদ্বেগে চালা। ওখানে গেলে মহাসমস্যা হতে পারে।’

‘ভিতরে চাবি রেখে দরজা বন্ধ করলি কেমন করে?’

‘পকেটে আরেকটা আছে তাই বন্ধ করতে পেরেছিলাম। এখন গাড়ি চালা, আমার হাত পা কলিজা কাঁপছে।’ বলে রাহাত শিউরে হাঁফ ছাড়ল।

‘গাড়ি না সরালে পুলিস এসে নিয়ে যাবে।’

‘নিতে দে।’

‘আক্কেলসেলামী আদায় করবেত।’

‘পরোয়া করিনা। উল্কাবেগে চালা।’

ভূতপূর্ণিমায় [ছোটগল্প]

‘রাহাত, ওখানে গাড়ি রেখে যাওয়া সমীচীন হবেনা।’

‘তুই সরা যেয়ে! আমি যাবনা।’ চোখপাকিয়ে ধমক দিয়ে রাহাত বলল।

এমন সময় একজন সাধা লোক রাহাতের উণ্ডতে ঠুকল। দুজন চমকে উঠে লোকের পানে তাকাল। লোক হাতের ইশারা উণ্ড খোলার জন্য বলল।

সামান্য উণ্ড খুলে রাহাত মাথা দিয়ে ইশারা করলো।

‘I’m lost. Can you please give a lift?’ সাধারণ সুরে বলে লোক একটুকরা কাগজ দেখাল।

‘Wait. মুনীর দেখত চিনিস কি না?’ বলে মুইনকে কাগজ দেখাল।

‘পোস্টকউড বলছে ঠিকানা আমাদের পিছনে।’ মুনীর ভয়ে ভয়ে বলল।

‘কি বলছি!’ চমকে বলে লোকের হাতে কাগজ দিয়ে রাহাত বলল, ‘Sorry we don’t know where the place is. I am sorry. Let’s get out of her, ভাগ!’

কথা না বলে মুনীর গ্যাসে ছাপ দিল। চাকা ঘুরে ধোয় বেরুল। ত্বরিতগতিতে চালিয়ে অনেক দূর এসে মুনীর হাঁফ ছেড়ে বলল, ‘এই রাহাত, আমার মন মিনমিন করে বলছে লোকটা হয়ত তোর গাড়ির আত্মা।’

‘কি সকার বকার করছিস! লোকটা আমার গাড়ির আত্মা হবে কেন?’

‘তোর গাড়ির মালিক সাদা। তাইনা?’

‘এদেশের প্রতিটা গাড়ির মালিক সাদা। এখন বক বক বন্ধ করে দ্রুত চালা আমার ভুখ লেগেছে।’ রাহাত বিরক্তের সুরে বলল।

‘গাড়ির ভিতরে যে চাবি রেখে এলে, কেউ যদি নিয়ে যায়?’

‘তুই অত চিন্তিত হচ্ছিস কেন? শুন, মাত্র ৩০০ পাউন্ড দিয়ে ভাড়া করেছি, চুরি হলে আর কিছু দিতে হবেনা। আমি সপ্তায় ৩৫০ পাউন্ড রুজি করি বুঝলি। এক সপ্তার রুজি চুরি হলে আমি ফতুরআলী হবনা। এখন কথা না বলে চালা।’ বলে রাহাত আরাম করে বসল।

‘গাড়িটার দাম কম হলেও ৩৫ হাজার পাউন্ড হবে।’ মুনীর গম্ভীর সুরে বলল।

‘তাতে কি হয়েছে!’

‘কিছু হয়নি, বলছিলাম মাত্র।’

এমন সময় ট্রাফিকলাইটে থামলে এক লোক তাদের পানে হাত নাড়ল। মুনীর পরখ করে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, ‘ঐ দেখ তোর গাড়ির আত্মা।’

‘কি বকছিস!’ বলে রাহাত চমকে উঠল।

‘আমি ঢং করছিনা। পরখ করে তাকিয়ে দেখ চুক্ষ কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে।’

ভূতপূর্ণিমায় [ছোটগল্প]

ততক্ষণে লোকটা তাদের পাশে এসেছে। রাহাত সিটে ঠেস খেয়ে কম্পিতসুরে বলল, ‘এই মুনীর এ কি করে সম্ভব হবে?’

‘খবরদার উগু খুলবি!’ মুনীর ভয়ে ভয়ে বলল।

‘আমাকে জানে মারলেও খুলবনা, ভাগ! পুলিসে আটকালে আমার নাম বলবি। পয়েন্ট দিলে আমার লাইসেন্সে দেবে, তুই চিন্তা করিসনা, এখন পবন বেগে চালা।’ রাহাত কম্পিতসুরে বলল।

‘কি শুরু হলো!’ বলে মুনীর চালাতে লাগল।

‘আমি কি জানি। এই, আজ ভূতপূর্ণিমা নাকি!’

‘আকাশেত উজ্জ্বল চাঁদ ঝলমল করছে।’

‘অমাবস্যা পূর্ণিমা হবে হয়তো।’ বলে রাহাত মাথা ডুলাল।

‘কি বকবক করছিস!’ মুনীর হাঁক দিয়ে বলল।

‘শারদ পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিমা, ঝুলনপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, ফাগুনপূর্ণিমা, বুদ্ধপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা সব গুলোর নাম শুনেছিলাম মাত্র। আমার মন কেঁদে বলছে, সব পূর্ণিমা আজ আমাদেরকে ধরেছে যেতে দম বন্ধ করার জন্য।’ বলে রাহাত শিউরে উঠল।

‘পূর্ণিমা সাথে রাগ করেছিস নাকি?’ মুনীর মৃদু হেসে বলল।

‘কোন পূর্ণিমা!’ রাহাত চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে বলল।

‘তোর মানসী।’

‘দূর বকবক বন্ধ করে গাড়ি চালা!’ ধমক দিয়ে রাহাত বলল।

রাহাত আকাশের পানে তাকিয়ে পূর্ণ চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে চোখ বুজে শিউরে উঠল।

‘এই রাহাত কি হল ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?’

‘দূর না! আকাশের পানে তাকিয়ে দেখ, অমাবস্যার রাতেও নিদারুণ চাঁদ ঝলমল করে আলো বিলাচ্ছে। আজ আমি শেষ! কেন যে তোকে দেখার জন্য অত কষ্ট করে এসেছি অকালে পটোলতোলা যাবার জন্য, তাও অতি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে। এই, আমাকে খুলে বুঝিয়ে বললিনা কেন? বুঝিয়ে বললে তোকে দেখার জন্য আসতামনা।’

অদ্য সমাপ্ত